লোকসভা ভোটের আগে পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল পুনরুদ্ধারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ তিন জেলার জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের ভোটে ভর দিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর থেকে আদিবাসীদের প্রতি এক কান খাড়া রেখে জঙ্গলমহলের মানুষদের জন্য একটির পর একটি প্রকল্প রূপায়িত করেছে পরিবর্তনের সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এলাকার গরিব মানুষদের জন্য ২ টাকা কেজি দরের চাল বন্টনের ব্যবস্থা জঙ্গলমহলে দারিদ্রতা দূরীকরণের কিছুটা হলেও সহায় হয়েছে। তবুও এবারের গ্রামবাংলা দখলের পঞ্চায়েত ভোটে পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলের অধিকাংশ মানুষ শাসকদলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ঘাসফুলকে ধরাশায়ী করে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ফুটে উঠেছে শুধুই পদ্মফুল। বিশেষ করে জেলার জঙ্গলমহলের সদর বলে পরিচিত বলরামপুর ব্লকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যার হাতে দলের এলাকার সাংগঠনিক সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত ছিল সেই সুস্মিধর মাহাতো জেলা পরিষদের আসনে জেলার

সবচেয়ে বেশি ভোটে হেরে গিয়েছেন। যার জন্য এক সময় মমতার স্নেহধন্য বলে পরিচিত সুস্মিধরকে দলের সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে তার জায়গায় অঘোর হেমব্রমকে বাজি রেখে সংগঠনের পূর্বের হাল ফিরিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে উঠেছে শাসকদল। সেই সঙ্গে আগামী ২৮ নভেম্বর নিজেই জঙ্গলমহলে পা রাখতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরুলিয়া জেলার ২০টি ব্লকের বেশিরভাগ জায়গাতেই বিজেপির কাছে তৃণমূলকে মাথা নত করতে হলেও বলরামপুরের পরাজয়কে কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তৃণমূল নেতৃত্ব। কেননা এখান থেকেই এই জেলায় সংগঠনের বীজ বুনে সফল হয়েছিল শাসকদল। তাই পঞ্চায়েত ভোটে চরম পরাজয়ের পর বার বার রাজ্যস্তরের নেতানেত্রীরা বলরামপুরে এসে লোকসভা ভোটের আগে জমি ফিরে পেতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে একাধিকবার এসেছেন যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিক, রাজ্যসভার সাংসদ মানস ভুঁইয়াদের মতো দলের প্রথম সারির নেতারাও সভা করে দুষে গিয়েছেন বিজেপিকে। এবার সেই জায়গায় দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনে জঙ্গলমহলে চমক দিতে চায় জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। জেলার অন্যান্য কয়েকটি ব্লক এলাকায় পঞ্চায়েত ভোটে নির্বাচিত বিজেপি'র কিছু সদস্য-সদস্যা ও কর্মী তৃণমূলে যোগ দিলেও সে দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে চুপ থেকে কার্যত শাসকদলকে চাপে রেখেছেন বিজেপি দলের নির্বাচিত জন প্রতিনিধি ও কর্মী সমর্থকরা। সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত ভোটের পর শাসকদল থেকে নানাভাবে প্রভাবিত করে বিজেপি থেকে লোক টানার চেষ্টা হলেও তাতে সফল হয়নি। কাজেই এমন পরিস্থিতিতে দলের সুপ্রিমোকে এনে এলাকায় বাজিমাত করতে চাইছে তৃণমূল। পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক নবেন্দু মাহালী জানিয়েছেন, এ মাসের ২৮ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী বলরামপুর কলেজ মাঠে একটি রাজনৈতিক সভা করবেন। তার জন্য ইতিমধ্যে সাংগঠনিক প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, দলনেত্রীর ওই সভায় জেলার প্রতিটি প্রান্ত থেকে রেকর্ড সংখ্যক লোক জমায়েতের জন্য ইতিমধ্যে এক একটি ব্লক নেতৃত্বের কাছে দলের তরফে বার্তা পাঠানো শুরুও হয়ে গিয়েছে। জেলার রাজনৈতিক মহলের ধারণা, শাসকদলের পায়ের তলা থেকে সরে যাওয়া জঙ্গলমহলের মাটি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্য এলাকাবাসীর মন জয় করতে ওই দিনের সভামঞ্চ থেকে নতুন নতুন আরও কিছু সরকারি প্রকল্প ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্গাপুর ভলান্টিয়ার্স ব্লাড ডোনার্স ফোরামের রক্তদান শিবির

মহুয়া ঘোষাল, দুর্গাপুর ঃ উৎসবেও থাকুক রক্তদান। এই আহ্বান ছিল দুর্গাপুর ভলান্টিয়ার ব্লাড ডোনার্স ফোরামের। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এই ৭০ দিনে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় ৩৫টি ক্যাম্প থেকে ১০০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। গণেশ পুজা থেকে কার্তিক পুজা এই ৭০ দিনের মধ্যে ছিল মহালয়া, মহরম, বিশ্বকর্মা পুজা, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, দীপাবলী, ছট, জগদ্ধাত্রী পুজো ও কার্তিক পুজো। এছাড়াও ছিল বিশ্ব হৃদয় দিবস, শিশু দিবস, শহিদ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবস। দুর্গাপুর মহকুমা ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স ফোরামের পক্ষ থেকে কবি ঘোষ জানিয়েছেন, এই সময়কালে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকের সাথে ৩৭টি ক্যাম্পে ১২৫৫ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে মহিলা রক্তদাতা ছিলেন ১২৩ জন। সংস্থার পক্ষ থেকে কবি ঘোষ জানিয়েছেন, আগামী ২৪ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বর্ষ বিদায়ে রক্তদান শিবির শীর্ষক ১৫টি ক্যাম্পে ৩৫০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন তাঁরা।

হোয়াটস অ্যাপে২৫ লক্ষ টাকার টোপ, সর্বস্ব খোয়ালেন দম্পতি

শ্যামল রায়, নবদ্বীপ ঃ হোয়াটস অ্যাপে মেসেজ আসে যে তিনি ২৫ লক্ষ টাকার লটারি জিতেছেন। এই কথা শুনে নবদ্বীপ শহরের ২২ বছরের তরুণী বর্ণা দত্ত ও তাঁর স্বামী সাহেব দত্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। ধুঁশ ফিরল যখন তখন ইতিমধ্যেই খোয়া গিয়েছে ৬২ হাজার টাকা। টাকা খোয়ানোর পর ওই দম্পতি নবদ্বীপ থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। নবদ্বীপের বাবলারি রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা বর্ণা দত্ত ও সাহেব দত্ত। তাঁদের কাছে ফোন আসে হোয়াটস অ্যাপের নম্বরে। ইতিমধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার লটারি জিতেছেন তাঁরা। লটারির মাধ্যমে ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাওয়ার জন্য তাঁদের কিছু টাকা দিতে হবে। বর্ণাদেবী জানিয়েছেন, যশোপাল সিং নামে একজন ফোন করে তাঁকে বলে লটারিতে ২৫ লক্ষ টাকা জিতেছেন। এই টাকা পেতে হলে কিছু টাকা ডিপোজিট করতে হবে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাড়ির গহনা বিক্রি করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার দেনা করে ৬২ হাজার টাকা জমা দেওয়ার সাথে সাথে ব্যাংক থেকে উধাও হয়ে যায় সেই টাকা। টাকা খোয়ানোর পর সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন ওই দম্পতি বর্ণা দত্ত ও তাঁর স্বামী সাহেব দত্ত। পুলিশকে তাঁরা জানিয়েছেন, প্রথমে লটারির কথা বলে, তার পর তাঁদের এ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাওয়ার অপেক্ষা। তাই একটি ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নম্বর পাঠিয়ে প্রথমে তাঁদের ১৫ হাজার ৫০০ টাকা জমা দিতে বলা হয়। এই টাকা সুদে ধার করে ব্যাংক মারফত টাকা পাঠায়। যশোপাল সিং নামে ওই ব্যক্তি জানান, তাঁদের নামে ২৫ লক্ষ টাকার চেক রেডি হয়ে গিয়েছে এবং ওয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে চেকটি পাঠায়। তারপর আবার ফোন আসে ব্যাংকের এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার পরিচয়-এর মারফত। ব্যাংকের নাম বলে পরিচয় দেন রানা প্রতাপ সিংহ নামে এক ব্যক্তি। তিনি জানিয়ে দেন যে, পাঠানো কোনো টাকাই তাঁরা পাননি। টাকা পেতে হলে দ্রুত আরও ৭৫ হাজার টাকা পাঠাতে হবে। তাহলেই ২৫ লক্ষ টাকা পেয়ে যাবেন। এরপরেই দত্ত দম্পতির মনে সন্দেহ জাগে এবং টাকা দিতে আপত্তি জানালে লাগাতার ফোনে চাপ দেওয়া শুরু হয়। এর পরে পুরো বিষয়টি সন্দেহের দানা বাঁধতে থাকে তাঁদের মনে। ওই দত্ত দম্পতি বুঝতে পারেন তাঁদের পাঠানো টাকা খোয়া গিয়েছে এবং মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এরপর নবদ্বীপ থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। যদিও পুলিশ বলছে, গোটা বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি এবং এর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ধরতেও সমস্ত রকম তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ভরতপুরে যুবক খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ ভরতপুরের যুবক দীনেশ দে (২৭) খুনের মামলায় সফলতা পেল পুলিশ। বুধবার দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কান্দি মহকুমা আদালতে হাজির করল পুলিশ। গত শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার আমলাই গ্রামের মাঠে একটি মিনি ডিপোর পাশ জলাশয় থেকে দীনেশের মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল ভরতপুর থানার পুলিশ। ভরতপুর থানার পুলিশ ধৃত দুই যুবককে বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির করে এবং ৫ দিনের পিসি'র আবেদন করলে বিচারক তা মঞ্জুর করেন। কান্দি মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী শুভ্র কুমার মিত্র জানিয়েছেন, এদিন কান্দি মহকুমা আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তথা ভারপ্রাপ্ত এসিজে এম মধুসূদন পাল দুই অভিযুক্তকে ৫ দিনের পিসি মঞ্জুর করেন। ধৃত দুই জনের নাম চন্দন নন্দী ও সাকের আলি। দীনেশের কাকা দেবনাথ দে'র কথায়, এক সপ্তাহ আগে এক সন্ধ্যায় দীনেশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। রাতে পরিবারের লোকজন খোঁজ খবর নিয়েও তার সন্ধান পাননি। পরের দিন সকালে গ্রামবাসীরা আমলাই গ্রামের মাঠের একটি মিনিডিপোর পাশের জলাশয়ে দীনেশের মৃতদেহ ভাসতে দেখে। ভরতপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের উদ্দেশ্যে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ, দীনেশকে খুন করে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মৃত দীনেশের মুখে ও শরীরের একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এই ঘটনায় ভরত পুরের আমলাই গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

স্ক্রিনিং মিলে আত্মঘাতী সুপারভাইজার অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বড়জোড়া ব্লকের স্ক্রিনিং মিলে গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল অভিষেক সাহা (২১) নামের এক যুবক। তার বাড়ি সোনামুখী থানার সাহাপুরে। তার বাবা আদিত্য সাহা ও মা ইলাদেবী এবং পিসিমশাই প্রদীপবাবু বলেন, অভিষেক খুব শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল। তাঁরা অভিষেকের মৃত্যুর তদন্তের দাবি করেছেন। স্কিনিং মিলের এক ঠিকাদার শশধর পলমল জানান, অভিষেক তাঁর অধীনে এক সুপার ভাইজার ছিল। অভিষেক এর আগে মেদিনীপুরের এক কারখানায় কর্মরত ছিল। চলতি নভেম্বর মাসের ১ তারিখে বড়জোড়ার হাটসুড়িয়ার এই স্ক্রিনিং মিলে তার অধীনে সুপারভাইজার পদে যোগ দেয়। শশধরবাবু আরও বলেন, অভিষেক কাজে খুব দক্ষ ছিল। কিন্তু গত দু-এক দিন ধরে তাকে উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। কারখানার অন্য কর্মীদের বক্তব্য, গত কদিন ধরে সে একটু অন্যমনস্ক থাকতো। শশধরবাবু বলেন, অভিষেক কারখানার ভেতরে আবাসনে থাকতো। গতকাল রাতে কারখানার কিছু কর্মী জানান, অভিষেককে জানালা খোলা, ভেতরে তাকিয়ে দেখে ঘরের ভিতর অভিষেক খাটের উপর একটি বালতি রেখে গলায় গামছার ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে। বড়জোড়া থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে রাত্রেই দরজা ভেঙে অভিষেকের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জানা গেছে, অভিষেকের কানে মোবাইলের হেড ফোন তখনও গোঁজা, পকেটে ছিল মোবাইল।

নবদ্বীপের একটি পূজামণ্ডপের রাসের প্রতিমা।

পাম্পে জলের সাথে ক্লোরিন মেশানোর দাবিতে সরব এলাকাবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার গোঘাট-২ ব্লকের কোকনদ গ্রামে পিএইচই-এর পুরাতন পাম্প থেকে জল ভালো বের না হওয়ায় নতুন পাম্প মেশিন গত ২ বছর আগে বসানো হলেও তখন থেকে জল বিশুদ্ধিকরণের জন্য জলের সাথে ক্লোরিন মেশানো হচ্ছে না। আধিকারিকদের উদাসীনতায় নতুন পাম্পের সাথে ডোজার মেশিন সংযোগ না করানোয় এখন পর্যন্ত পানীয় জলের সাথে ক্লোরিন মেশানো যায়নি বলে দাবি এলাকাবাসীদের। এই প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন, আমরা পানীয় জলের জন্য এই পাম্পের উপর নির্ভর করে থাকি। ফলে এই জলের গুরুত্ব আমাদের কাছে অপরিসীম। কিন্তু তা সত্ত্বেও কতৃপক্ষের কর্তব্যে গাফিলতির কারণে প্রায় ২ বছর ধরে আমরা ক্লোরিন বিহীন জল পান করে যাচ্ছি। এর ফলে আমরা জলবাহিত রোগের শিকার হতে পারার আশঙ্কা করছি। আমরা তাই অবিলম্বে এই পিএইচই পাম্প থেকে ক্লোরিন মিশ্রিত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার দাবি জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে ওই পাম্পের এক কর্মী জানান, পাম্পের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জল তোলার পর ওই জলের সাথে ডোজার মেশিনের মাধ্যমে ক্লোরিন মেশাতে হবে। প্রত্যেক পিএইচই পাম্পেই এই মেশিনের মাধ্যমে জল পরিশুদ্ধ করা হয়। কিন্তু কোকনদ গ্রামের পিএইচই নতুন পাম্পের সাথে ডোজার মেশিন এখনও যুক্ত করা যায়নি। আমরা উর্দ্ধতন কতৃপক্ষকে এই বিষয়টি দেখার জন্য বলেছি। তাঁরা খুব শীঘ্রই টেকনিশিয়ান পাঠিয়ে পাম্পের সাথে ডোজার মেশিন সংযুক্ত করার কথা জানিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা

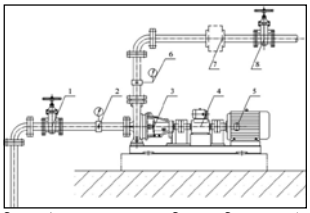

গিয়েছে, এই পাম্প থেকে গ্রামের মানুষ পানীয় জল পরিষেবা পান। কিন্তু এই পাম্পের জলে ক্লোরিন না মেশানোয় তা পেটের রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। তাই তাঁরা অবিলম্বে এই পাম্পে জলের সাথে ক্লোরিন মেশানোর দাবিতে সরব হয়েছেন। এই বিষয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান, আমরা এই জলের মাধ্যমে বাড়িতে রান্না করি। আমাদের ছোটো ছোটো শিশুরাও এই জল পান করে থাকে। প্রত্যেক পাম্পে জল বিশুদ্ধি করার জন্য ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই পাম্পে অনেকদিন ধরেই ক্লোরিন ব্যবহার করা হচ্ছে না। এই কারণে আমরা রীতিমতো আতঙ্কিত। আমরা বিশুদ্ধ পানীয় জল যাতে পাই তার ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছি।

আরামবাগ মহকুমায় নবীদিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) -এর জন্ম দিন উপলক্ষে মহকুমায় বিভিন্ন ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্বমানবের স্মরণে মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ঘোষপুরের রামপ্রসাদে বক্তৃদান ও নবীদিবস পালন করা হয়েছে। প্রধান বক্তা ছিলেন শিক্ষাবিদ সেখ হাসান ইমাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ সাজিদুল রহমান। এঁদিন রাত্রিতে পীরনগর শরীফের অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে ভাষণ দেন হাসান ইমাম সাহেব। গত ২১ নভেম্বর হাজিপুরের সর্বধর্ম সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে ছিলেন শিক্ষাবিদ হাসান সাহেব। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মানস মজুমদার। গত বৃহস্পতিবার সাপড়াজোল হাই মাদ্রাসায় নবী দিবসের অনুষ্ঠানেও প্রধান বক্তা হিসাবে ছিলেন হাসান ইমাস সাহেব। অতিথি হিসাবে ছিলেন ড. বাণীপ্রসাদ সেন, নিমাইচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুর রহিম। ছেলেমেয়ে দের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিশ্বমানের সিলিন্ডার এবং গ্যাস প্রস্তুত কারক কোম্পানী এখন আপনার শহরে
Go Gas LPG সিলিন্ডার
যা অর্থের মূল্য দেয় এবং রান্নার সময় বাঁচায়।
যা ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম এবং বিস্ফোরণ রোধক সংস্থা(PESO) দ্বারা স্বীকৃত।
21kg সিলিন্ডার যা ঘরোয়া, বাণিজ্যিক, হোটেল, পিকনিক, হাসপাতাল, দোকান, ব্যাঙ্ক, হোস্টেল ইত্যাদি সর্বত্র ব্যবহারের আদর্শ।
go gas
যোগাযোগ ডিস্ট্রিবিউটার
শ্রী বিষ্ণু গ্যাস এজেন্সি
বাসুদেবপুর মোড়, আরামবাগ, হুগলি
MOB - 9735519993/ 9233481211
বিঃ দ্রঃ-এজেন্ট বন্ধুরা সাব ডিলার (আরামবাগ, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, কোতুলপুর) নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন।

ICSE CURRICULUM
SARADA VIDYAPITH
AN ENGLISH MEDIUM CO-EDUCATIONAL SCHOOL
[Following ICSE and ISC curriculum of the CISCE (Council for the Indian School Certificate Examinations)]
ADMISSION OPEN
for Nursery / LKG / UKG / Class-I / Class-II / Class-III
Basantapur (West Side of Football Maidan), Ward No 17, Arambagh, Hooghly
For Details Please Call : 7063851550 // 9547545196 // 9434665942
Email : saradavidyapith2018@gmail.com